সংবাদ

তারিখ ... ১২-৫-৮৪ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ৭

ঢাঃ বিঃ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা

উপরোক্ত শিরোনামে জনাব মুহম্মদ আবদুস সাত্তারের ১-৪-৮৪ তারিখের নিবন্ধটি পড়লাম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আন্তঃ প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব, সম্পদের অপ্রতুলতা, আধুনিক গ্রন্থাগার সার্ভিসের অনুপস্থিতি ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। তার সঙ্গে আমিও একমত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমি যে কয়েকটি বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি, তার উল্লেখ না করে পারছি না। (১) প্রায়শ: ক্যাটালগ থেকে আমার প্রয়োজনীয় বইটির কল নং নিয়ে গ্রন্থাগার সহকর্মীদের কাছে দিলে, তারা উত্তর দেন বইটি গ্রন্থাগারে নেই। অনেক সময় বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করার পর বইটির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে উক্ত বই গ্রন্থাগারে ফিরে আসার আদৌও কোন সম্ভাবনা নেই। (২) কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক মহোদয় বইটি ক্লাসে রেফারেন্স দেয়ার আগে নিজে তুলে রাখেন, তাঁর ফেরতের নাম মাত্রটি নেই। দেখা যাবে যে, বইটির একটি কপি গ্রন্থাগারে ছিল। সেটি এখন শিক্ষকের কাছে থাকায় ছাত্ররা আর সেটা পড়তে পারছে না। (৩) একটি বই ছাত্রদের কার্ডে ইস্যু করতে হলে আধ ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর অপ্রতুলতা অনেকাংশে দায়ী। (৪) কলাভবন গ্রন্থাগারে একটি Seminar section আছে যেখান থেকে একটি ছাত্র বই ইস্যু করে বাইরে আনতে পারেন। এখানে তেমন কোন বই নেই বললেও চলে।

(৫) নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। দু'তিন বছর আগে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ প্রথম বর্ষের বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক শিক্ষা দানের জন্য কয়েকটি ক্লাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে জানলাম যে, গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের এমন ধরনের প্রচেষ্টার কথা তাদের জানা নেই। (৬) কলাভবনের গ্রন্থাগারে পড়াশুনার মত পরিবেশের অভাব। গ্রন্থাগারে পড়ার কক্ষে দেখা যায় যে, কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প-গুজব ও হাসি-ঠাট্টা করে যাচ্ছে। তাদেরকে এহেন কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানালেও তেমন কোন ফল হয় না। রেফারেন্স সেকসনের ভিতরের গল্প-গুজব ছাড়াও গ্রন্থাগার করিডোরে এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বসে অট্ট হাসি, গল্পগুজব করতে থাকে। এসব কারণে একজন পাঠক মন লাগিয়ে পড়াশুনা করতে পারবেন না। (৭) আর একটি দুঃখজনক ঘটনা হলো যে, পাঠ্যবই থেকে আরম্ভ করে জার্নাল, এমনকি ইনসাই কেলাপিডিয়ার পাতা পর্যন্ত কাটা দেখা যায়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান গ্রন্থাগারিক ডঃ এ, এম চৌধুরীর সঙ্গে এব্যাপারে আমি আলাপ করেছিলাম। তাঁর সদিচ্ছার অভাব নেই বটে কিন্তু প্রতিরোধের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। মাইক্রোফিল্ম, আলোক চিত্রানুলিপি, জেরোক্স ইত্যাদি ছাত্রদের চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

পরিশেষে, ছাত্র শিক্ষক তথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যত তাড়াতাড়ি গ্রন্থাগারের শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করবেন, ততই মঙ্গল।

মোঃ আবদুল জলিল মোল্লা,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।